জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
এর
জিলবাংলা সুগার মিলস্ লিমিটেড, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর পরিদর্শন প্রতিবেদন

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ, শুক্রবার জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় জিলবাংলা সুগার মিলস্ লিমিটেড, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়; জনাব মোঃ আব্দুর রউফ খান, পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এবং জনাব দীপঙ্কর রায়, সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), শিল্প মন্ত্রণালয় তাঁর সফরসঙ্গী হন।

সকাল ৮.৩০ টায় সচিব মহোদয় জিলবাংলা সুগার মিলস্ লিমিটেড এর কর্মকর্তাদের সাথে আইএপি এবং তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। অতঃপর তিনি স্থানীয় প্রশাসন এবং জিলবাংলা সুগার মিলস্ লিঃ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন। আলোচনা, মতবিনিময় সভা এবং এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণে সুগার মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় প্রশাসনের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ও প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

০১। আলোচনাঃ

সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আশরাফ আলী স্বাগত বক্তব্য প্রদান শেষে মিলের আইএপি ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, জিলবাংলা সুগার মিলে প্রশাসন, কৃষি, কারখানা ও হিসাব নামে চারটি বিভাগ রয়েছে। সব বিভাগকে আইপিএ'র আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। জনাব মোস্তফা কামাল, ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) জানান যে, শাখা প্রধানদের সাথে আইপিএ চুক্তি করা হয়েছে। আইএপি অনুযায়ী ২০১৯-২০ রোপণ মৌসুমে ১২০০০ একর জমির মধ্যে ২৫/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৭০৬১.০০ একর জমিতে আখ আবাদ করা হয়েছে। তবে আইএপি'র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আখের আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আখ চাষীদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা, ৫৫৭৮ জন চাষীর সাথে ১২০১৩ একরের আখ আবাদের জন্য যোগাযোগ করা, ৪৫৫০ জন চাষীর সাথে যোগাযোগ করে ১০৮৪৪ একর জমি আখ আবাদ করার জন্য আবেদন পত্র সংগ্রহ করা, ইউনিট পর্যায়ে উঠান বৈঠক অব্যাহত রাখা এবং উপকরণ বিতরণ নিশ্চিত করা প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, ই-পুঁজির মাধ্যমে মিলে আখ সরবরাহ এবং শিওর ক্যাশের মাধ্যমে নিয়মিত আখের মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে। এর ফলে চাষীগণ উৎসাহিত হয়ে মিলে আখ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। এর ফলে আগামী মার্চ ২০২০ এর মধ্যে ১২০০০ একর আখ চাষের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। ১,২৬,০০০ মে.টন আখ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এবং আবহাওয়া ও সার্বিক পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে ৮.৫% রিকভারি অনুযায়ী ১০৭১০ মে.টন চিনি উৎপাদন করা সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সচিব মহোদয় আইপিএ-তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছু শতাংশ বেশি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন যাতে করে ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে চিনি উৎপাদন কম না হয়।

৩১,২৬,০০০ মেট্রিক টন আখ পাওয়ার জন্য প্রতিটি আখ ক্রয় কেন্দ্রে/ইউনিটে সিডিএ/সিআইসি/সাবজোন প্রধানসহ আখচাষীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মাড়াই কল জব্দ করার প্রক্রিয়ায় ৫টি মাড়াই কল জব্দ এবং ৪টি মাড়াই কল বন্ধ করা, মাড়াইকল চালনাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা অব্যাহত রাখাসহ ২জনের জরিমানা ও ২ মাসের জেল দেওয়া, ই-পুঁজি ও শিওর ক্যাশের মাধ্যমে নিয়মিত আখের মূল্য পরিশোধ করাসহ নন-মিল জোন হতে নগদ মূল্যে আখ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সচিব মহোদয় সবগুলো মাড়াই কল অতিদ্রুত অবশ্যই বন্ধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তিনি সকল মাড়াই কলের তালিকা প্রণয়ন এবং ৩১/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে যদি কোন মাড়াই কল চালু থাকে তাহলে সাব-জোন প্রধানকে সাসপেন্ড করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

নগদ অর্থে ঋণ বিতরণ খাতে নালা কাটা বাবদ ১.৩৪ লক্ষ টাকা, সেচ বাবদ ১.৩৪ লক্ষ টাকা, নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প বাবদ ০.১২ লক্ষ টাকা, পোকা দমনে ১.৫০ লক্ষ টাকা, সাথী ফসলে ০.০৫ লক্ষ টাকা এবং শস্য অগ্রিম বাবদ ০.১০ লক্ষ টাকা মোট ৪.৪৫ লক্ষ টাকা নগদ অর্থে ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়া চলমান। আগামী মার্চ/২০২০ সালের মধ্যে নগদ অর্থের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

মিল চালুর শুরুতে রিকভারি ৫.৪০% থেকে বর্তমানে ৭.৫২%এ দাড়িয়েছে যা জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আখের ম্যাচুরিটি মৌসুম বিধায় ৮.৫% হওয়ার আশা করেন। ২৫/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে আখ মাড়াই হয়েছে এবং আগামীতে সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে ১,২৬,০০০ মে.টন আখ ১৩৩ দিনের মধ্যেই মাড়াই কার্য সম্পন্ন হবে। ২০১৮-১৯ মাড়াই মৌসুমে চূড়ান্ত হিসেব অনুযায়ী প্রতি কেজি চিনি উৎপাদনের খরচ সুদ ব্যতীত ১২০/-টাকা। ২০১৯-২০ মাড়াই মৌসুমে ৮.৫% রিকভারিতে ১,২৬,০০০ মে.টন আখ মাড়াই হলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের তুলানায় অতিরিক্ত ৫৪৮৮ মে.টন অতিরিক্ত চিনি বেশি উৎপাদিত হবে। প্রত্যক্ষ মালামাল ও প্রত্যক্ষ খরচ ছাড়া স্থিতিশীলসহ অন্যান্য খরচ তেমন বৃদ্ধি পাবে না । এর ফলে প্রতি কেজি চিনির উৎপাদন খরচ ১০১/-টাকার কম হবে

বলে জিলবাংলা সুগার মিলস্ লি. কর্তৃপক্ষ আশা করে। তবে সচিব মহোদয় বলেন যে, প্রতি কেজি চিনির উৎপাদন খরচ ১০১/-টাকা না হয়ে ৭৮/-টাকা হবে এবং আগামী বছর এই উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৬৫/-টাকার মধ্যে নির্ধারণ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

২৫/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ওভার হেড খরচ বাবদ ইক্ষু বিভাগে ১৩.৭২ লক্ষ টাকা, কারখানা বিভাগে ১৭.৫০ লক্ষ টাকা, প্রশাসন বিভাগে ২৭.২৪ লক্ষ টাকা এবং হিসাব বিভাগে ৪.৩৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৬২.৮৩ লক্ষ টাকা বেতন-ভাতাদি, ওভার-টাইম, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্বালানি খরচ হ্রাস করার নিমিত্ত কঠোর ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ওভার হেড খরচ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

আখ পরিবহনে ট্রিপ প্রতি আখের লোড বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবহন ব্যয় হ্রাস করা হবে। ট্রাক্টর ট্রলির মেরামতের কাজ, জ্বালানি খরচ ও অপ্রয়োজনীয় গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে ব্যয় হ্রাস করা হবে। আখ পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৬,০০০ মে.টনের বিপরীতে অদ্যাবধি ১৬,৯০০ মে. টন আখ পরিবহন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪৯,১০০ মে.টন আখ পরিবহন করা হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। ২০১৯-২০ আখ মাড়াই মৌসুমে আখ ক্রয় কেন্দ্রের দূরত্ব নতুনভাবে নির্ধারণ করায় সম্ভাব্য ৭০০০ লিটার জ্বালানি সাশ্রয় হবে যার বাজার মূল্য ৪.৩৭ লক্ষ টাকা। এর ফলে আখ পরিবহনে মে.টন প্রতি খরচ ৮৫২/- টাকা থেকে কমে ৬৮১/- টাকা হবে। অবশিষ্ট ০.৩৭ লক্ষ টাকার আম, লিচু, কাঠাল, ডাব আগামী জুন ২০২০ এর মধ্যে বিক্রি করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। দোকান ভাড়া অবশিষ্ট ১.৩৩ লক্ষ টাকা, ১.৮০ লক্ষ টাকা গাছ ও সবজি বিক্রি করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে ০৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সদর দপ্তর এবং অডিট অধিদপ্তরের সাথে ইতোমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে। ব্রডশীট জবাব প্রেরণ এবং ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

এ প্রেক্ষাপটে সচিব মহোদয় বলেন, যদি কৃষক তাদের উৎপাদিত আখ মিল গেটে দিয়ে যেত এবং সে বাবদ যদি তাদেরকে কিছু অর্থ বেশি দিতেও হতো বা তৃতীয় কোন পক্ষ দ্বারা আখ পরিবহন করা হতো তাহলে আখ পরিবহন বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম খরচ হতো। তিনি আখ পরিবহন বাবদ মে.টন প্রতি খরচ কমিয়ে আনার নির্দেশনা প্রদান করেন। যেখানে খরচ কমানো সম্ভব সেখানে খরচ কমিয়ে আনার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং অপারেটিং ও নন-অপারেটিং ইনকাম বের করার ওপর জোর প্রদান করেন। আয় বৃদ্ধির একটি উপায় হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিলবাংলা সুগার মিল এলাকায় সরকারি ছুটির দিনসহ অন্যান্য দিন ও সময়ে বেড়াতে আসা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের বিনোদনের ওপর প্রবেশ মূল্য স্বরূপ কিছু অর্থ আরোপের প্রস্তাব উত্থাপন করলে সচিব মহোদয় তাতে সম্মতি প্রদান করেন। তিনি মিলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মিল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মিলের পরিবহন সেক্টরের ব্যয় সংকোচনসহ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

সচিব মহোদয় ভারতসহ অন্যান্য দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আইএপি সরকারি শিল্পখাতকে রক্ষা করার একটি পরীক্ষিত মডেল। পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্যই হলো প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ পরস্পর পরস্পরকে সহায়তার মাধ্যমে কাজ করবে এবং প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করে তুলবে। আইএপি শুধুমাত্র একটি কাগুজে দলিল নয় বলে তিনি সুগার মিলের কর্মকর্তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। জিলবাংলা সুগার মিলকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি মিল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

০২। স্থানীয় প্রশাসন ও সুগার মিলস্ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ নিজ-নিজ পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তব্যে জিলবাংলা সুগার মিলকে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রয়াসে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রত্যয় প্রকাশ করেন। সুগার মিলের শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জিলবাংলা সুগার মিল পরিদর্শনের জন্য সচিব মহোদয়কে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং মিলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা ও পরিশ্রম করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তবে তিনি মিল পরিচালনায় যন্ত্রপাতিসহ সার্বিক কেনা-কাটার স্বচ্ছতার বিষয়ে সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সচিব মহোদয় মিল পরিচালনায় প্রতিটি বিষয়ের খরচে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আইএপি সংশ্লিষ্ট প্রতিটা খরচের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালকে নির্দেশনা প্রদান করেন। শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব মর্মে তিনি কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন। যে কোন ধরণের দুর্নীতির প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপের পরামর্শ প্রদান করেন। প্রতিটি খরচকে রিভিজিট করার পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব আহছান উল্লাহ, জিএম, কারখানা বলেন, যে কোন মূল্যে আইএপি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বেশি বেশি চিনি উৎপাদনের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। জনাব আব্দুর রউফ খান, পরিচালক, পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন বলেন, সুগার মিলে পরিবর্তন আনতেই হবে এবং ৩১/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে সকল আখ মাড়াই কল বন্ধ করতেই হবে। আখ পরিবহনে ট্রলির খরচ কমাতে হবে এবং সে উদ্দেশ্যে খরচ পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সচিব মহোদয় যে সকল নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা প্রতিপালন করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জনাব

রাজিয়া বেগম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর জিলবাংলা সুগার মিলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সকল প্রকারের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বলেন, শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। চিনি শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভারী শিল্প, অর্থনৈতিক উন্নয়নে যার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন, আমরা নয় মাস যুদ্ধ করে যেমনভাবে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি, তেমনভাবেই সচিব মহোদয়ের প্রদত্ত নির্দেশনা-পরামর্শ প্রতিপালন করে জিলবাংলা সুগার মিলকে একটি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা অবশ্যই সম্ভব। এর মাধ্যমেই সচিব মহোদয়ের এই পরিদর্শন সার্থকতা লাভ করবে। তিনি জিলবাংলা সুগার মিলের সকল স্তরের কর্মকর্তা-শ্রমিক-কর্মচারীকে সচিব মহোদয়ের দিক-নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করার জন্য আন্তরিক অনুরোধ করেন।

০৩। সচিব মহোদয় জিলবাংলা সুগার মিল লিমিটেড এর সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে এসডিজি বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেন এবং এসডিজি বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি এই উপস্থাপনায় স্বল্প সময়ের মধ্যে এসডিজি'র সামগ্রিক বিষয়গুলো সুন্দরভাবে সকলের নিকটি উপস্থাপন করেন। এমডিজি ও এসডিজি'র মধ্যকার সম্পর্ক, এসডিজি'র সংজ্ঞা, এসডিজি'র প্রয়োজনীয়তা ও 5P, Leav No One Behind, প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি, সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে এসডিজি'র সামঞ্জস্যতা, বাস্তবায়ন কৌশল, Whole of Society Approach, প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ, বাংলাদেশের উন্নয়ন স্বপ্ন-সোপান প্রভৃতি বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্য এবং উপস্থাপনায় তাঁর জীবন ও বিশ্বের বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরে সামগ্রিক আলোচনাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

তিনি মিলের উৎপাদিত চিনিকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য বিএসটিআই অনুমোদিত লোগো ব্যবহার এবং প্যাকেজিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার জন্য দিক্-নির্দেশনা প্রদান করেন যাতে করে মিলটি অচিরেই একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের উপর জোর প্রদান করেন। সব কিছু আইন প্রতিপালন করে সম্পাদন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। জিলবাংলা সুগার মিল লিঃ এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুলের সাথে আইএপি করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধানের ওপর জোর প্রদান করার পরামর্শ দেন। সচিব মহোদয় বলেন, SDGs is highly ambitious but not impossible to achieve. এ জন্য এসডিজিকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে এবং নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে বলে উল্লেখ করেন। পরিশেষে জাতিসংঘে দেয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি, "I am confident that Bangladesh could show its capacity in achieving SDGs the way it achieved MDG goals" এর উল্লেখ করে তাঁর প্রশিক্ষণ সেশন সমাপ্ত করেন।

০৪। সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা:

৪.১) ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে উৎপাদিত চিনি যাতে কম না হয় তার জন্য আইপিএ-তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছু শতাংশ বেশি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

৪.২) সকল মাড়াই কলের তালিকা প্রণয়ন করে ৩১/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। ৩১/১২/২০১৯ তারিখের পর মাড়াই কল চালু থাকলে সাব-জোন প্রধানকে সাসপেন্ড করতে হবে।

৪.৩) প্রতি কেজি চিনির উৎপাদন খরচ ৭৮/-টাকায় রাখতে হবে এবং আগামী বছর এই উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৬৫/-টাকার মধ্যে নির্ধারণ করতে হবে।

৪.৪) আখ পরিবহন বাবদ মেট্রিক টন প্রতি খরচ কমিয়ে আনতে হবে এবং যে সকল ক্ষেত্রে খরচ কমানো সম্ভব সে সকল ক্ষেত্রে খরচ কমিয়ে আনতে হবে। আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং অপারেটিং ও নন-অপারেটিং ইনকাম বের করেত হবে।

৪.৫) জিলবাংলা সুগার মিল এলাকায় সরকারি ছুটির দিনসহ অন্যান্য দিন ও সময়ে বেড়াতে আসা ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রবেশ মূল্য গ্রহণ করা যাবে। ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে মিলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মিলের পরিবহন সেক্টরের ব্যয় সংকোচনসহ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.৬) মিল পরিচালনায় প্রতিটি বিষয়ের খরচে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আইএপি সংশ্লিষ্ট প্রতিটা খরচ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় এনে রিভিজিট করতে হবে। যে কোন ধরণের দুর্নীতির প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৪.৭) উৎপাদিত চিনিকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য বিএসটিআই অনুমোদিত লোগো ব্যবহার করে প্যাকেজিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনসহ সব কিছু আইন প্রতিপালন করে সম্পাদন করেত হবে।

৪.৮) জিলবাংলা সুগার মিল লিঃ এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুলের সাথে আইএপি করা সহ ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকের বাইরে কোন বই পড়ানো যাবে না।

৪.৯) এসডিজিকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে এবং তা অর্জনের জন্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিককে পরিবর্তিত হতে হবে।

০৫। বাস্তবায়নেঃ

ক) অতিরিক্ত সচিব (স্বস, আস), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
খ) অতিরিক্ত সচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
গ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ঘ) যুগ্মসচিব (বিএসএফআইসি),শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ঙ) পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
চ) উপসচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ছ) জেলা প্রশাসক, জামালপুর।
জ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।
ঝ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিলবাংলা সুগার মিলস্ লিঃ, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে গৃহীত কার্যক্রম শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

দীপঙ্কর রায়
সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ফোন নম্বর: +০৮০২৯৬৫৩৫৮২
ই-মেইলঃ ps2secy@moind.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৮-২৫২/১৬

তারিখঃ ২৮ পৌষ ১৪২৬ / ১২ জানুয়ারি ২০২০

বিতরণ, সদয় অবগতি ও কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত সচিব (বিএসএফআইসি) শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিবের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসি পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধসহ)
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা
৩) যুগ্মসচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪) পরিচালক (সকল),বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা
৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৭) উপসচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮) জেলা প্রশাসক, জামালপুর
৯) সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
১০) সিনিয়র সহকারী সচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিলবাংলা সুগার মিলস্ লিমিটেড, জামালপুর (শিল্প সচিবের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রতিমাসের ২৫ তারিখের মধ্যে সচিবের দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়কে পত্র মারফত অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
১২) বিভাগীয় প্রধান (প্রশাসন/কৃষি/কারখানা/হিসাব), জিলবাংলা সুগার মিলস্ লিমিটেড, জামালপুর।
১৩) অফিস কপি।

১২/০১/২০

সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়